উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মংলা, বাগেরহাট এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি এ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদসহ সকল প্রকার নির্বাচন, দুর্যোগ মোকাবেলা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, মার্কেট, ব্যাংক,বীমা, প্রতিষ্ঠান, নৌ-বন্দর, ইপিজডে ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা প্রদান এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেসির অধীনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে অফিসারসহ ব্যাটালিয়ন আনসার ও সাধারণ আনসার সদস্যগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে জননিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের মানব সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে বিগত তিন বছরে এ উপজেলা হতে প্রায় ১৪০০ জনবলকে বিভিন্ন ধরনের মৌলিক, কারিগরী ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ক) উপজেলায় কর্মরত সাধারণ আনসার ও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলপতি-দলনেত্রীদের বেতন ভাতাদি অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

(খ) ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) তৃনমুল পর্যায়ে সংগঠনের কাযক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উপজেলা আনসার কোম্পানী কমান্ডার, উপজেলা সহকারী কোম্পানী কমান্ডার, উপজেলা মহিলা আনসার প্লাটুন কমান্ডার, উপজেলা মহিলা আনসার সহকারী প্লাটুন কমান্ডার, ইউনিয়ন আনসার প্লাটুন কমান্ডার, ইউনিয়ন আনসার সহকারী প্লাটুন কমান্ডার পদে মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ দূর্গাপুজা মন্ডপের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মোতায়েন করে বিশেষ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১. আনসার বাহিনী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার উভয়ই রাষ্ট্রের জননিরাপত্তামূলক দায়িত্বে সৃজিত শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্বাচনী আইন (RPO,1972) ও স্থানীয় সরকার এর জন্য ২০০৯ সালে প্রণয়নকৃত ০৩টি আইনেরই ধারা-২ অনুযায়ী 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা' হিসেবে ঘোষিত হলেও অদ্যাবধি জননিরাপত্তায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়নি। অধিকাংশ সদস্য/সদস্যা স্বেচ্ছাসেবী হওয়ায় তাদের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা সবসময় শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না।

২. ভৌত অবকাঠামো না থাকায় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়না।

৩. পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় কার্যক্রম ব্যহত হয়।

CamScanner